সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান উপদেষ্টা
ড. এস. এম. মাহফুজুর রহমান
চেয়ারম্যান, পরিচালনা পর্ষদ
জনতা ব্যাংক লিমিটেড

উপদেষ্টামণ্ডলী
পরিচালকবৃন্দ
অজিত কুমার পাল, এফসিএ, মেশকাত আহমেদ চৌধুরী
কে. এম. সামছুল আলম, মোহাম্মদ আসাদ উল্লাহ
জিয়াউদ্দিন আহমেদ ও মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন

প্রধান সম্পাদক
মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ এফএফ
ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড সিইও

সম্পাদকমণ্ডলী
উপব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দ
মোঃ জসীম উদ্দিন, মোঃ আব্দুল জব্বার
ও মোঃ আমিরুল হাসান

নির্বাহী সম্পাদক
মোঃ মাহবুবুর রহমান
মহাব্যবস্থাপক
রিসার্চ অ্যান্ড প্ল্যানিং ডিভিশন

সহযোগী সম্পাদকবৃন্দ
জেসমীন আরা, ডিজিএম
রুবেল আহমেদ, এজিএম
মোঃ আনোয়ার কামাল, এসপিও
ঊষাতন চাকমা, এসও
রিসার্চ, প্ল্যানিং অ্যান্ড স্ট্যাটিসটিকস ডিপার্টমেন্ট

সম্পাদকীয়

মহান ভাষা আন্দোলন ও স্বাধীনতা যুদ্ধে যারা আত্মাহুতি দিয়েছেন মুজিব জন্মশতবর্ষ ও মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে তাঁদের প্রতি জনতা ব্যাংকের বিনম্র শ্রদ্ধা।

আজ বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ এর প্রকোপে বিপর্যস্ত বিশ্ব অর্থনীতি। বিশ্বের সমৃদ্ধ রাষ্ট্রগুলোর অর্থব্যবস্থা যেখানে বাধাগ্রস্থ, সেখানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী রাষ্ট্রনীতির কারণে মহামারিকে নিয়ন্ত্রণে এনে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক অবস্থা উর্ধ্বমুখী রাখা সম্ভব হয়েছে। দেশের অর্থনৈতিক এ অগ্রযাত্রায় রাষ্ট্রমালিকানাধীন জনতা ব্যাংকের রয়েছে সক্রিয় ভূমিকা। উল্লেখ্য, গত তিন বছর ধরে জনতা ব্যাংকের সার্বিক কার্যক্রম ইতিবাচক ধারায় রয়েছে। এ সময়কালের মধ্যে খেলাপি ঋণের পরিমাণ কমিয়ে আনা, আমানতের পরিমাণ বৃদ্ধি করাসহ ব্যাংকের সকল সূচকের মান উন্নীত হয়েছে। জনতা ব্যাংক বৃহৎ শিল্পোন্নয়নের পাশাপাশি মহিলা উদ্যোক্তাসহ নতুন উদ্যোক্তা তৈরি, এসএমই ও কৃষি খাতের উন্নয়ন এবং বৈদেশিক বাণিজ্যে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। গর্ব করার মতো বিষয় হলো- বিশ্বময় এই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও জনতা ব্যাংকের মোট সম্পদের পরিমাণ এক লক্ষ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। আর এ সবই সম্ভব হয়েছে ব্যাংকের বিচক্ষণ পরিচালনা পর্ষদের সুচিন্তিত পরামর্শ, সুযোগ্য এমডি অ্যান্ড সিইও'র কার্যকর নির্দেশনা এবং সকল দক্ষ নির্বাহী ও কর্মকর্তা-কর্মচারির সমন্বিত প্রচেষ্টায়।

বর্তমান সরকারের অন্যতম এজেন্ডা ডিজিটাল বাংলাদেশ। বর্তমানে জনতা ব্যাংক নিজেদের উদ্ভাবিত অধিকাংশ সফটওয়্যার দিয়ে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। মোটকথা, জনতা ব্যাংক এখন একটি আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তিসমৃদ্ধ ব্যাংক হিসেবে এর সেবা দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বাইরেও বিস্তৃত করছে।

জনতা ব্যাংক লিমিটেডের অব্যাহত এ অগ্রযাত্রা সফল হোক।

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
উন্নয়নে আপনার বিশ্বস্ত অংশীদার

জনতা ব্যাংক ত্রৈমাসিক বুলেটিন

৮ম বর্ষ | ১ম সংখ্যা | মার্চ ২০২১

জনতা ব্যাংক ভবনে মুজিব কর্নার উদ্বোধন

মুজিব জন্মশতবর্ষে জনতা ব্যাংক ভবনে মুজিব কর্নার ভার্চুয়ালি শুভ উদ্বোধন করছেন অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল, এফসিএ, এমপি

মুজিব জন্মশতবর্ষে জনতা ব্যাংক লিমিটেড প্রধান কার্যালয় ভবনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মরণে মুজিব কর্নার উদ্বোধন করা হয়েছে। ২১ মার্চ ২০২১ তারিখে প্রধান কার্যালয়ের ১২ তলায় স্থাপিত মুজিব কর্নার ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল, এফসিএ, এমপি। অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথিবর্গের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ফজলে কবির, অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব মোঃ আসাদুল ইসলাম এবং জনতা ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান ড. এস. এম. মাহফুজুর রহমান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন জনতা ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক অজিত কুমার পাল, এফসিএ, মেশকাত আহমেদ চৌধুরী, কে. এম. সামছুল আলম, জিয়াউদ্দিন আহমেদ ও মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন। ব্যাংকের এমডি অ্যান্ড সিইও মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ এফএফ ছাড়াও অনুষ্ঠানে অগ্রণী ব্যাংকের এমডি অ্যান্ড সিইও মোঃ শামস-উল ইসলাম, কৃষি ব্যাংকের এমডি মোঃ আলী হোসেন প্রধানিয়া, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের এমডি কাজী আলমগীর, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের এমডি মোঃ ইসমাইল হোসেন, কর্মসংস্থান ব্যাংকের এমডি মোঃ তাজুল ইসলাম, সোনালী ব্যাংকের ডিএমডি মোঃ মুরশেদুল কবির এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একুশে পদকপ্রাপ্ত আলোকচিত্রী পাভেল রহমানসহ ব্যাংকের উর্ধ্বতন নির্বাহীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ

প্রধান অতিথির বক্তব্যে অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল, এফসিএ, এমপি বলেন, 'জাতির পিতা মৃত্যুঞ্জয়ী। তিনি আমাদের সকল ভালো কাজের অনুপ্রেরণা। তিনি আমাদের পথ দেখিয়ে যাচ্ছেন এবং আমাদের উৎসাহিত করছেন। এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্ম তারই দেখানো পথ অনুসরণ করে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। আগামী প্রজন্মের সাথে সেতুবন্ধন রচনা করবে এই মুজিব কর্নার।'

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ফজলে কবির বলেন, 'জনতা ব্যাংকের আমানত ও তারল্য শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে। তবে ঋণ আদায়ে আরো কঠোর শ্রম দিতে হবে। তাহলে সম্পদের গুণগত মান বৃদ্ধি পাবে, মূলধন পর্যাপ্ততায়ও ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।'

অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব মোঃ আসাদুল ইসলাম বলেন, 'জাতির পিতার আদর্শকে ধারণ করে জনতা ব্যাংক দেশের অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখতে প্রতিনিয়ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।'

জনতা ব্যাংক লিমিটেড পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান ড. এস. এম. মাহফুজুর রহমান বলেন, 'মুজিব কর্নার বঙ্গবন্ধুর আদর্শ চর্চার কেন্দ্র এবং নতুন প্রজন্মের সবার জন্য প্রেরণার একটি প্রতিষ্ঠান যা আলোকিত মানুষ গড়তে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।'

ব্যাংকের এমডি অ্যান্ড সিইও মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ এফএফ বলেন, 'বিগত এক বৎসরে এই কোভিড পরিস্থিতিতে সারা পৃথিবীর প্রতিটি দেশে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সংকুচিত হয়েছে। কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার ভিশনারি ও গতিশীল নেতৃত্বে এবং সুযোগ্য অর্থমন্ত্রী মহোদয় ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সঠিক দিকনির্দেশনায় আমরা এই সংকট কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছি।'

শোক সংবাদ

প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা এইচ. টি. ইমামের মৃত্যুতে জনতা ব্যাংকের শোক ও শ্রদ্ধাঞ্জলি

প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা হোসেন তৌফিক ইমামের মৃত্যুতে জনতা ব্যাংক লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদ গভীর শোক প্রকাশ করেছে। ৪ মার্চ ২০২১ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক অ্যান্ড সিইও মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ এফএফ জাতীয় শহিদ মিনারে এইচ. টি. ইমামের মরদেহে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এ সময় ব্যাংকের উর্ধ্বতন নির্বাহী-কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

জনতা ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান লুনা সামসুদ্দোহা'র মৃত্যুতে পরিচালনা পর্ষদের শোক প্রকাশ

জনতা ব্যাংক লিমিটেডের সাবেক চেয়ারম্যান লুনা সামসুদ্দোহার মৃত্যুতে ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ গভীর শোক প্রকাশ করেছে। ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক অ্যান্ড সিইও বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুছ ছালাম আজাদ স্মৃতিচারণায় বলেন, ২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ২০১৯-এর জুন পর্যন্ত চেয়ারম্যান থাকাবস্থায় তিনি ব্যাংকটিকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে নিষ্ঠার সাথে কাজ করেছেন। উল্লেখ্য, লুনা সামসুদ্দোহা ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে সিঙ্গাপুরের মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন।

শাখাব্যবস্থাপক সম্মেলন

ঢাকা-দক্ষিণ

জনতা ব্যাংক লিমিটেডের বিভাগীয় কার্যালয় ঢাকা-দক্ষিণ আয়োজিত শাখাব্যবস্থাপক সম্মেলন ১১ মার্চ ২০২১ তারিখে রাজধানীর একটি হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের এমডি অ্যান্ড সিইও বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে ব্যাংকের ডিএমডি মোঃ জসীম উদ্দিন এবং মোঃ আব্দুল জব্বার ও সিএফও এ কে এম শরীয়ত উল্যাহ এফসিএ এসিসিএ বক্তব্য রাখেন। বিভাগীয় কার্যালয় ঢাকা-দক্ষিণের জিএম মোঃ সাইফুল আলমের সভাপতিত্বে সম্মেলনে সংশ্লিষ্ট এরিয়াপ্রধান এবং শাখাব্যবস্থাপকগণ অংশগ্রহণ করেন।

রাজশাহী বিভাগ

জনতা ব্যাংক লিমিটেড, রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয় আয়োজিত ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে রাজশাহীস্থ সারদা পুলিশ একাডেমি মিলনায়তনে শাখাব্যবস্থাপক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে ব্যাংকের এমডি অ্যান্ড সিইও মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ এফএফ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয়ের জিএম মোঃ সাখাওয়াত হোসেনের সভাপতিত্বে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডিএমডি মোঃ আব্দুল জব্বার, জিএম মোঃ শহিদুল ইসলাম, কোম্পানি সচিব হোসেইন ইয়াহইয়া চৌধুরী, প্রধান কার্যালয়ের জিএম মোঃ মাসফিউল বারি ও মোঃ আবুল মনসুর, ময়মনসিংহ বিভাগের জিএম মোঃ কামরুজ্জামান খান এবং সংশ্লিষ্ট এরিয়াপ্রধান ও শাখাব্যবস্থাপকবৃন্দ।

শাখা উদ্বোধন

২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে জনতা ব্যাংক লিমিটেডের ৯১৭তম শাখা হিসেবে বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর শাখার শুভ উদ্বোধন করেন রংপুর বিভাগীয় কার্যালয়ের মহাব্যবস্থাপক মোঃ আব্দুস সামাদ। শাখাব্যবস্থাপক জাকির হোসেন মোল্লাহর সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রংপুর এরিয়া অফিসের ডিজিএম মোঃ মিজানুর রহমান সরকার, দিনাজপুর এরিয়া অফিসের ডিজিএম মোঃ আমিরুল ইসলাম, কুড়িগ্রাম এরিয়া অফিসের ইনচার্জ মোঃ মেছের আলী (সহকারী মহাব্যবস্থাপক), ঠাকুরগাঁও এরিয়া অফিসের ইনচার্জ মনজুনুর রহমান (সহকারী মহাব্যবস্থাপক), তেঁতুলিয়া উপজেলা চেয়ারম্যান কাজী মাহমুদুর রহমান ডাবলু, ভাইস চেয়ারম্যান ইউসুফ আলীসহ ব্যাংকের সম্মানিত গ্রাহক ও কর্মকর্তা কর্মচারিবৃন্দ।

জনতা ব্যাংকে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ১০ দিনের কর্মসূচির উদ্বোধন

জনতা ব্যাংক লিমিটেডের প্রধান কার্যালয় ভবন চত্বরে ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান ড. এস. এম. মাহফুজুর রহমানের নেতৃত্বে রাত ১২:০১ মিনিটে কেক কেটে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শততম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হয়। এ সময় ব্যাংকের পরিচালক অজিত কুমার পাল, এফসিএ, কে. এম. সামছুল আলম, জিয়াউদ্দিন আহমেদ ও মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন এবং এমডি অ্যান্ড সিইও মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ এফএফ উপস্থিত ছিলেন। এ উপলক্ষ্যে দেশব্যাপী ১০ দিনের মিলাদ মাহফিল, আলোচনা সভা, মিষ্টি বিতরণসহ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

মহান স্বাধীনতা দিবস ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি

মহান স্বাধীনতা দিবস ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে ধানমন্ডিস্থ জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে জনতা ব্যাংক লিমিটেডের এমডি অ্যান্ড সিইও মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ এফএফ-এর নেতৃত্বে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে ব্যাংকের পক্ষ থেকে গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। এ সময় ব্যাংকের পরিচালক কে. এম. সামছুল আলম ও জিয়াউদ্দিন আহমেদ, ডিএমডি মোঃ আব্দুল জব্বার ও মোঃ জসীম উদ্দিনসহ উর্ধ্বতন নির্বাহী-কর্মকর্তা, সিবিএ নেতৃবৃন্দ ও কর্মচারিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শততম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ধানমন্ডিস্থ জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে জনতা ব্যাংক লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক অ্যান্ড সিইও মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ এফএফ এর নেতৃত্বে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে ব্যাংকের পক্ষ থেকে গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। এ সময় ব্যাংকের ডিএমডি মোঃ আব্দুল জব্বার এবং মোঃ জসীম উদ্দিনসহ উর্ধ্বতন নির্বাহী-কর্মকর্তা, সিবিএ নেতৃবৃন্দ ও কর্মচারিগণ উপস্থিত ছিলেন। এরপর ধানমন্ডি কর্পোরেট শাখায় বঙ্গবন্ধুর আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া, মিলাদ মাহফিল ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে জনতা ব্যাংকের শ্রদ্ধাঞ্জলি

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে জনতা ব্যাংক লিমিটেডের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে ভাষা শহিদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানানো হয়। এ সময় ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ আব্দুল জব্বার, মহাব্যবস্থাপক মোঃ আবুল মনসুর ও আবদুর রব খানসহ সর্বস্তরের নির্বাহী, কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ ও সিবিএ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

পূর্বে প্রকাশের পর-

৫.২. এসডিজি ২ : ক্ষুধামুক্তি (Zero Hunger)

বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ৮.৯% বা প্রায় ৭০ কোটি মানুষ ক্ষুধাপীড়িত এবং এর মধ্যে ৪১% শিশু ক্ষুধাজনিত অপুষ্টির শিকার। এ তো গেল বিশ্ব পরিস্থিতি। যদিও বাংলাদেশ সম্প্রতি অনুন্নত দেশের তালিকা হতে উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় উন্নীত হওয়ার শর্ত পূরণ করেছে, মাথাপিছু আয় বেড়েছে, 'সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী' খাতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ বরাদ্দসহ নানা প্রণোদনা কর্মসুচি বিদ্যমান রয়েছে; তথাপিও বাংলাদেশে ক্ষুধা ও ক্ষুধাজনিত অপুষ্টির চিত্র দৃশ্যমান।

ক্ষুধা থেকে আসে অপুষ্টি, অপুষ্টি থেকে জন্ম নেয় রোগ-ব্যাধি-স্বাস্থ্যহীনতা। স্বাস্থ্যহীনতার কারণে শ্রম বিক্রির সুবিধা হতে বঞ্চিত হয়। অপরদিকে উৎপাদনের জন্য ও উন্নয়নের জন্য একটি দেশের প্রথম প্রয়োজন নাগরিকদের **শ্রম**। শ্রমের মাধ্যমেই ব্যক্তি জীবন ও জাতীয় জীবনের সফলতা আসে। যে জাতির শ্রমশক্তি যত দক্ষ সে জাতি তত উন্নত। বাংলাদেশের ৫৮.৭০% মানুষ সক্রিয় বা শ্রমজীবী।

টেকসই উন্নয়নের পথে ক্ষুধা বড় এক বাধা। ক্ষুধাজনিত অপুষ্টি ও স্বাস্থ্যহীনতার কারণে মানুষ তার নিজের শ্রম বিক্রি করতে পারে না। ফলে তার ক্রয় ক্ষমতা সৃষ্টি হয় না। আবার জাতিও শ্রমজনিত উৎপাদনের সুফল হতে বঞ্চিত হয়। একারণেই টেকসই উন্নয়ন চিন্তায় ক্ষুধা নিবারণ এক অন্যতম প্রধান অভীষ্ট।

বাংলাদেশে ক্ষুধার প্রকোপ শূন্যের কোটায় নামিয়ে আনার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বর্তমান সরকার **ডেল্টা প্ল্যান-২১০০** প্রণয়ন করেছে। এ পরিকল্পনার মধ্যে অবহেলিত অঞ্চল ও জনগোষ্ঠীর মধ্যে ক্ষুধার প্রকোপ নামিয়ে আনা, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সামর্থ্য বৃদ্ধি, আর্থসামাজিক উন্নয়ন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ, আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধি, নগরায়ণ সমস্যা মোকাবেলা ও জলবায়ু পরিবর্তন প্রসূত ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সরকারের গৃহীত কর্মসূচির বাইরেও আমাদের দৈনন্দিন জীবন যাপনের মধ্যদিয়ে আমরা এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অবদান রাখতে পারি। যেমন:

- ✓ খাদ্য অপচয় বন্ধ করা : উৎপাদিত খাদ্যদ্রব্য, ফলমূল বা যে কোনো ফসল সংগ্রহকালে মাঠে, মজুদকালীন গোডাউনে, পরিবহণে, বিক্রয় কেন্দ্রে, বাড়িতে, ফ্রিজে এমনকি আমাদের খাবার টেবিলে প্রচুর খাবার নষ্ট বা অপচয় হয়। এই অপচয় বন্ধ করা গেলে তা দিয়ে বহু মানুষের খাদ্যের সংস্থান হয়।
- ✓ খাদ্য উৎপাদন করা : সরকারের **একটি বাড়ি একটি খামার** কর্মসূচির অনুপ্রেরণায় প্রতিটি বাড়ির আঙিনার পতিত জমিতে ফলমূল ও শাক-সবজি উৎপাদন, হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশু পালনসহ প্রভৃতি উপায়ে বিপুল পরিমাণ বিকল্প খাদ্য দ্রব্য উৎপাদন হতে পারে। এমনকি বাড়ির ছাদও একটি খামারে রূপান্তর করা যেতে পারে।

৫.৩. এসডিজি ৩ : সুস্বাস্থ্য ও ভালো থাকা (Good Health & Well-being)

বিশ্বে ৪০ কোটি মানুষ চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত। বাংলাদেশে বর্তমানে ৬৫৭৯ জন মানুষের জন্য ১ জন সরকারি রেজিস্টার্ড ডাক্তার নিয়োজিত। সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে ১৮৪৭ জন মানুষের জন্য ১ জন রেজিস্টার্ড চিকিৎসক রয়েছে। ১০ বছর আগে এই সংখ্যা ছিল প্রতি ২৯২৩ জন মানুষের জন্য ১ জন ডাক্তার। সীমিত সম্পদ ও অবকাঠামো সত্ত্বেও ডাক্তারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। গ্রাম পর্যায়ে মানুষের স্বাস্থ্যসেবার জন্য কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন হয়েছে। দেশে বিভিন্ন এনজিও স্বাস্থ্যসেবা, প্রসূতি সেবা নিয়ে কাজ করছে।

বলা হয়ে থাকে Prevention is better than cure। অসুখ যাতে না হয় সেই ব্যবস্থা করতে হবে। শুধু ডাক্তারের সংখ্যা বাড়ালে হবে না। মানুষকে স্বাস্থ্য সচেতন হতে হবে। সরকার ও সামাজিক সংগঠনসমূহ এবং মিডিয়া মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা সৃষ্টি করতে পারে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা ভালো অভ্যাস। বিগত কয়েক দশক যাবৎ মীনা কার্টুন জনগণের স্বাস্থ্য সচেতনতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে অবদান রেখে চলেছে। শুধুমাত্র সাবান-পানি দিয়ে হাত ধোয়ার জন্য সারা পৃথিবীব্যাপী ক্যাম্পেইন পরিচালিত হয়। পরিবার ও ব্যক্তি পর্যায়ে স্বাস্থ্যবিধি পালনের অভ্যাস গড়ে তোলা দরকার। ধুমপান নিরোধ, মাদকাশক্তি নিরোধ দরকার।

চিকিৎসা গ্রহণ ও ওষুধ সেবনের ক্ষেত্রেও সচেতনতা দরকার। আর্থিক সংগতি থাকলেই যেন-তেন অসুস্থতায় ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র নেয়ার প্রবণতা নিরুৎসাহিত করতে হবে পাশাপাশি প্রকৃতই অসুস্থ হলে অনুমানভিত্তিক ওষুধ সেবন কিংবা হাতুড়ে ডাক্তার-কবিরাজের ওষুধ সেবনও বিপদজনক হতে পারে। এন্টিবায়োটিক ওষুধের অবাধ সেবন মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকি সৃষ্টি করে।

বিকল্প চিকিৎসা ব্যবস্থাও সুস্বাস্থ্য ও ভালো থাকার জন্য কার্যকর হতে পারে। পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াহীন ভেষজ ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা উৎসাহিত করা দরকার। বৃক্ষরোপণের সময় ফলজ, বনজ ও ভেষজ ওষুধি গাছ রোপণ করা দরকার। আদা, রসুন, কালিজিরা, তুলসিপাতা, মধু এগুলো সঠিক নিয়মে সেবন করলে অনেক অসুখ কম হয়।

৫.৪. এসডিজি ৪ : অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাসম্পন্ন গুণগত শিক্ষা (Quality Education)

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল নাগরিকের মানসম্পন্ন শিক্ষা ছাড়া ঐ জাতির টেকসই উন্নতি সম্ভব নয়। একারণেই সমতাসম্পন্ন গুণগত শিক্ষা এসডিজি'র অন্যতম অভীষ্ট।

সম্পদ ফুরিয়ে যায় কিন্তু শিক্ষা ফুরায় না; শিক্ষা সম্পদ সৃষ্টি করে। আগামীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় একটি বিজ্ঞানমনস্ক, শিক্ষিত ও আত্মবিশ্বাসী জাতি গড়ে তোলার জন্য শিক্ষার কোনো বিকল্প নাই। এজন্য কেবল শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধিই যথেষ্ট নয়।

প্রয়োজন মানসম্পন্ন শিক্ষা। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যদি শিক্ষার মান নিশ্চিত না করে শিক্ষাকে বাণিজ্যিক পণ্যে পরিণত করে সেটা জাতির জন্য কাম্য হতে পারে না। সেটা হতেও দেওয়া যায় না। এদিকে সরকারের দৃষ্টি রয়েছে। মিডিয়া ও সিভিল সোসাইটি নিজ নিজ অবস্থান থেকে তাগিদ অব্যাহত রেখেছে, তবে আশানুরূপ উন্নতি হচ্ছে না।

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার পরিসংখ্যান হতে দেখা যায়- ২০০৮ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুদের এনরোলমেন্ট-এর হার ছিল ৯০%। এর মধ্যে

ছেলে শিশু ৪৯.৭০% এবং মেয়ে শিশু ৫০.৩০%। ২০১৮ সালে এই সংখ্যা ৯৭.৮৫ %। এর মধ্যে ছেলে শিশু ৪৯.২৫% এবং মেয়ে শিশু ৫০.৭৫%।

লক্ষণীয় যে, এদেশে প্রতি ৪০ জন শিশুর মধ্যে ১ জন শিশু আদৌ স্কুলে যায় না। অপরদিকে স্কুলে এনরোলমেন্ট হলেও প্রতিবছর বিপুল সংখ্যক শিশু প্রাথমিক স্কুল থেকেই ড্রপআউট হয়।

২০০৮ সালে ড্রপআউটের হার ছিল ৪৫%। ১০ বছর পর ২০১৮ সালে ড্রপআউট হার হ্রাস পেয়ে ১৮.৬% হয়েছে। ড্রপআউটের এই হারও আশঙ্কাজনক। শিক্ষিত জাতি গঠনে এই হার শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনতে হবে। এসব বিষয় মাথায় রেখে শিক্ষায় সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে 'জাতীয় শিক্ষা নীতি-২০১০' প্রণীত হয়েছে। এসডিজি গোল ৪ বাস্তবায়নের চিন্তা থেকে প্রতি অর্থবছরে শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ বাজেট বরাদ্দ করা হচ্ছে।

অর্থবছর	শিক্ষা খাতে ব্যয় বাজেট	মোট বাজেটের শতকরা হার
২০১০-২০১১	১৮৫৭৫ কোটি টাকা	১৪.৩০%
২০১৮-২০১৯	৫৩০৫৪ কোটি টাকা	১১.৪১ %
২০১৯-২০২০	৬১১১৮ কোটি টাকা	১১.৬৮%
২০২০-২০২১	৬৬৪০০ কোটি টাকা	১১.৬৯%

শিক্ষার দিকে অভিভাবক ও শিশুদের আকৃষ্ট করা ও ঝরে পড়া রোধকল্পে সরকার নানা ধরনের প্রণোদনা দিচ্ছে। বিনা বেতনে শিক্ষা, শিক্ষাবৃত্তি, উপবৃত্তি, স্কুলের টিফিনে পুষ্টিকর খাদ্য প্রদান অন্যতম।

ফরমাল শিক্ষার পাশাপাশি নন-ফরমাল শিক্ষা কার্যক্রম চলছে। অনেক এনজিও স্কুল কার্যক্রম পরিচালনা করছে। অনেক সামাজিক সংগঠন, যুব সংগঠন অলাভজনক ব্যবস্থায় শিক্ষা দান কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এতে বয়স্ক শিক্ষা, ছিন্নমূল শিশুর শিক্ষা, নিম্নআয়ের মানুষের সন্তান ও শিশু-শ্রমিকরা শিক্ষার আলো পাচ্ছে।

অবকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রেও সরকারের ভূমিকা প্রশংসনীয়। ১৯৯১ সালে দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৪৯,৫৩৯টি এবং পুরুষ শিশু ও মহিলা শিশুর অনুপাত ছিল ৫৫ ঃ ৪৫। বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১,৩৪,১৪৭টি এবং পুরুষ শিশু ও মহিলা শিশুর অনুপাত ৪৯.২৫ ঃ ৫০.৭৫। মহিলা শিশুর এনরোলমেন্ট হার বেশি হচ্ছে।

প্রাথমিক স্তরের শিক্ষক নিয়োগদানেও নারীদের অগ্রাধিকার নীতি বাস্তবায়ন হচ্ছে। নীতিগত অনুপাত নারী ঃ পুরুষ; ৬০ ঃ ৪০ । দেশে বর্তমানে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষকের অনুপাত নারী ঃ পুরুষ; ৬৪.১৮ ঃ ৩৫.৮২ যা ইনক্লুসিভ শিক্ষা নীতিরই বাস্তবায়ন।

ব্যাপকহারে বিদ্যালয় জাতীয়করণ, এমপিওভুক্তকরণ, 4th Primary Education Development Program (PEDP-4) School Level Improvement Plan (SLIP) Upazila Primary Education Plan (UPEP), Non-Formal Education Act-2014, Non-Formal Education Board, Reaching out of School Children Project (Phase-1 & Phase-2), Increase of School Contract Hours, এসবের অতিরিক্ত 'সবার জন্য শিক্ষা' এই নীতি বাস্তবায়নে সরকারের রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও প্রশাসনিক পদক্ষেপ ব্যাপকভাবে দৃশ্যমান। এসকল পদক্ষেপ এসডিজি অর্জনে নিঃসন্দেহে জাতিকে পথ নির্দেশ করবে।

তবে উচ্চশিক্ষা পর্যায়ে জিপিআই (Gender Parity Index) এখনও কাম্য অবস্থার অনেক নিচে। ২০১৪ সালে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ছাত্র ও ছাত্রীর অনুপাত ছিল ১০০ ঃ ৭৩। এখন তা কিছুটা নিম্নমুখী। এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে হলে সম্মিলিত প্রচেষ্টা সুসংহত করা প্রয়োজন। শিক্ষার পরিমাণ ও গুণগত মান উভয় ক্ষেত্রে উন্নত মাত্রা অর্জনে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং শিক্ষা খাতে সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন নীতিমালা ও কর্মসূচি গ্রহণ অব্যাহত রেখেছে। এসবের মূল লক্ষ্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে প্রবেশগম্যতা বৃদ্ধি, বৈষম্য হ্রাস, শিক্ষার মান ও প্রাসঙ্গিকতা উন্নীতকরণ, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও দক্ষতার সদ্ব্যবহার করা।

এতকিছুর পরও স্বাক্ষরতার হার ৭৪%। ২৬% এখনও স্বাক্ষরতার বাইরে যার মধ্যে ছেলে শিশু ১০%, মেয়ে শিশু ১৬%। এসডিজি-৪ অর্জনে ২০৩০ সালের মধ্যে এ বাধা অতিক্রম করতে হবে।

৫.৫. এসডিজি ৫ : জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন (Gender Equality & Women Empowerment)

নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশের কৃতিত্ব দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিবেশী দেশগুলোর তুলনায় অনেক ভালো। বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়, এক্ষেত্রে বৈশ্বিক র‍্যাংকিংয়ে ১.০০ এর মধ্যে ০.৭২১ স্কোর অর্জনসহ বাংলাদেশের অবস্থান ১৪৪টি দেশের মধ্যে ৪৮তম এবং রাষ্ট্রীয় শাসন ক্ষমতায় নারীর অংশগ্রহণে বাংলাদেশের স্থান বিশ্বে ৭ম। এটা প্রমাণ করে যে দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধিতে বাংলাদেশের অবস্থান প্রশংসনীয়ভাবে শীর্ষ পর্যায়ে রয়েছে। রাজনৈতিক দলে, সরকারের মন্ত্রিপরিষদে, প্রশাসনে, সামরিক বাহিনী, পুলিশ বাহিনী, আনসার বাহিনী, ব্যবসায়ী-চেম্বারসহ সকল পর্যায়ে জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন নীতির প্রচেষ্টা দৃশ্যমান।

নারীর জন্য নিরাপদ কর্মস্থল, কর্মস্থলে নারীবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি, পৃথক শৌচাগার, মাতৃদুগ্ধ কর্নার স্থাপন, ডে-কেয়ার সেন্টার সংস্থাপন ও পরিচালনা এখন সরকারের অগ্রাধিকারনীতির অংশ।

সমাজে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির শিকার হিজড়া জনগোষ্ঠীকেও সরকার নাগরিক মর্যাদা নিশ্চিতকরণসহ দেশের অর্থনীতির মূল ধারায় নিয়ে আসতে সচেষ্ট হয়েছে।

নারী জনগোষ্ঠী যাতে নারী-শ্রমশক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে সেজন্য বিভিন্ন প্রণোদনা ছাড়াও ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন, এসএমই সেক্টরে ঋণ প্রদানে নারী উদ্যোক্তাকে অগ্রাধিকার প্রদান ও তাদের জন্য শর্তাদি শিথিলকরণসহ নানা নারীবান্ধব ঋণনীতি বাস্তবায়ন করছে। এসডিজি ৫ অর্জনে এসব পদক্ষেপ ইতিবাচক সাফল্য বয়ে আনবে বলা যায়।

৫.৬. এসডিজি ৬ : নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন (Clean Water & Sanitation)

বিশ্বের প্রায় ১২% বা ৮০ কোটি মানুষ সুপেয় পানি থেকে বঞ্চিত। ৩৫% মানুষ বা ২.৫ বিলিয়ন মানুষের মানসম্মত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা নাই। এতে একদিকে তারা নিজেরা নানা রোগব্যাধিতে আক্রান্ত হচ্ছে একই সাথে সার্বিক পরিবেশের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া হচ্ছে। এই অবস্থা বিদ্যমান রেখে এসডিজি ৬ অর্জন সম্ভব নয়। সরকার ও উন্নয়নসহযোগী সংস্থাসমূহ এসব নিয়ে ব্যাপক কাজ করছে। কিন্তু বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক বাস্তবতায় কাম্য মাত্রায় অগ্রগতি অর্জন করা অত্যন্ত দুরূহ। সরকারিভাবে পানি শোধনাগার নির্মাণ, অফিস ও গৃহস্থালি ব্যবহারের জন্য ওয়াটার পিওরিফায়ার আমদানি ও ব্যবহার উৎসাহিত করা হচ্ছে। সরকারি-বেসরকারি খাতেও মিনারেল ওয়াটার প্লান্ট স্থাপন ও ক্লিন ওয়াটার ব্যবহার উৎসাহিত হচ্ছে। মিডিয়ায় প্রচারিত বিজ্ঞাপন জনসচেতনতা সৃষ্টি করছে। উন্নয়ন অংশীদার দেশ ও সংস্থাগুলো সরকারের জন্য নানা প্রকল্প নিয়ে কাজ করছে। ❑ (চলবে)

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী

মোঃ আনোয়ার কামাল
সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার
আরপিএসডি
জনতা ব্যাংক লিমিটেড

স্বাধীনতার মহান স্থপতি ও বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, আমাদের প্রিয় নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান– আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ একই সূত্রে গাঁথা। বাঙালির বিজয়ের ইতিহাস আর বঙ্গবন্ধু আমাদের ইতিহাসের ভাঁজে ভাঁজে প্রোথিত হয়ে আছে। বাঙালির এই মহান নেতার জন্ম না হলে বিশ্বের বুকে লাল সবুজের পতাকা পতপত করে উড়তো না। আজ আমরা প্রত্যয়দীপ্ত বলিয়ানে মুজিববর্ষে ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে জাতির জনককে বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি।

আমাদের জাতিসত্তাকে ঔপনিবেশিক শাসনসহ নানান জাতি-গোষ্ঠী দ্বারা হাজার বছরের নির্যাতন-নিপীড়ন আর পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তির ডাক দিয়েছিলেন এই মহান নেতা। তাঁর ঐতিহাসিক আহ্বানে সাড়া দিয়ে ৭ মার্চ ১৯৭১-এ ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে জনতার ঢল নেমেছিল। তিনি আমাদের হুকুম দেওয়ার সময় না পেলেও প্রস্তুত থাকতে আহ্বান জানিয়েছিলেন। সেদিন সাড়ে সাতকোটি বাঙালি একাট্টা হয়ে তাঁর উদাত্ত আহ্বানে মহান মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এ প্রসঙ্গে আমাদের দেশবরেণ্য কবি নির্মলেন্দু গুণ কবিতায় লিখেছেন– একটি কবিতা লেখা হবে, তার জন্য অপেক্ষার উত্তেজনা নিয়ে/ লক্ষ লক্ষ উন্মুক্ত অধীর ব্যাকুল বিদ্রোহী শ্রোতা বসে আছে/ ভোর থেকে জনসমুদ্রের উদ্যান সৈকতে; 'কখন আসবে কবি?'/ ...শত বছরের শত সংগ্রাম শেষে রবীন্দ্রনাথের মতো দৃপ্তপায়ে হেঁটে/ অতঃপর কবি এসে জনতার মঞ্চে দাঁড়ালেন।/ ...গণ-সূর্যের মঞ্চ কাঁপিয়ে কবি শোনালেন তাঁর অমর কবিতাখানি:/ 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম,/ এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' সেই থেকে স্বাধীনতা শব্দটি আমাদের। তাইতো তিনি আমাদের রাজনীতির কবি।

স্বাধীনতার মহান সুফলগুলো ভোগ করার জন্য জাতির পিতা যখন যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটিকে পুনর্গঠনের জন্য নিরলস কাজ করে যাচ্ছিলেন, ঠিক তখনই স্বাধীনতা বিরোধীদের মদদে একটি কুচক্রিমহল তাঁকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করে। আজকের প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর ছোটবোন শেখ রেহানা দেশে না থাকায় প্রাণে বেঁচে যান।

আমরা স্বাধীনতা অর্জনের ৫০টি বছর পার করতে চলেছি, স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালন করেছি। রূপকল্প ২০২১-এর এই বছরটি একটু ব্যতিক্রম। কারণ, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী একই সময়ে পালিত হচ্ছে। আজকের বাংলাদেশ এক অনন্য উচ্চতার বাংলাদেশ। সারাবিশ্বের সামনে সাহসী জাতি হিসেবে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকার বাংলাদেশ।

বাংলাদেশ এক সমৃদ্ধশালী দেশ হওয়ার পথে এগিয়ে যাচ্ছে। বর্তমান সরকারের রূপকল্প-২০২১-এর মূল লক্ষ্যই ছিল বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে গড়ে তোলা। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠানে শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী মাহিন্দা রাজাপক্ষে বাংলাদেশকে 'দক্ষিণ এশিয়ার অর্থনৈতিক প্রাণশক্তি' হিসেবে বিবেচনা করার কথা বলেছেন। তিনি বলেন, স্বাধীনতা অর্জনের পরপরই যেসব দেশ কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিল শ্রীলঙ্কা তাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি আরো বলেছেন, বাণিজ্য আর বিনিয়োগে শ্রীলঙ্কার গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার বাংলাদেশ। অন্যদিকে রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ বলেন, বাংলাদেশকে দক্ষিণ এশিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক অংশীদার হিসেবে গণ্য করে রাশিয়া।

একদিন বাংলাদেশকে তলাবিহীন ঝুড়ি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছিল। আর আজ আমরা উন্নয়নশীল দেশের কাতারে নিজেদের সামিল করতে যাচ্ছি। এ এক বড় অর্জন যা জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যোগ্য নেতৃত্বের ফসল। বাঙালি জাতি অচিরেই উপমহাদেশে তো বটেই সারা বিশ্বেও এক বিস্ময়কর দেশ হিসেবে তার অনন্য সাফল্যের মহীরুহ হয়ে আবির্ভূত হবে, এতে কোন সন্দেহ নেই। এদেশকে বিশ্ববাসী চিনতো বন্যা, খরা, প্রাকৃতিক দুর্যোগের দেশ হিসেবে। আজ আমাদের সে পরিচয় ঘুচে গেছে।

২০২০ সালের সূচক বলে দিচ্ছে বাংলাদেশ এখন বিশ্বের ৪১তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ। ব্রিটেনের অর্থনৈতিক গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর ইকোনমিকস অ্যান্ড বিজনেস রিসার্চের ওয়ার্ল্ড লিগ টেবিল ২০২১ রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশ এখন যে ধরনের অর্থনৈতিক বিকাশের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে তা অব্যাহত থাকলে ২০৩৫ সাল নাগাদ বাংলাদেশ হবে বিশ্বের ২৫তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ, যেখানে ১৯৬টি দেশের মধ্যে এর অবস্থান হবে ২৫তম। সময়ের পরিক্রমায় দেশের উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ফলে জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন হওয়ায় আমাদের মাথাপিছু আয় ক্রমাগত বাড়তে বাড়তে বর্তমানে এসে দাঁড়িয়েছে ২০৬৪ মার্কিন ডলারে। বর্তমানে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় স্থান করে নিতে পেরেছে। বিশ্ব নেতাদের কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন, বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার 'উন্নয়নের রোল মডেল', কারো মতে, 'অফুরন্ত সম্ভাবনার এক বাংলাদেশ'। স্বাধীনতার ৫০ বছরে অনন্য উচ্চতায় আসীন এক বাংলাদেশকে তারা অবাক বিস্ময়ে দেখছেন।

আজ আমরা মাথা উঁচু করে গর্বভরে এমন এক বাংলাদেশের কথা বলছি, যে বাংলাদেশকে বিশ্বে রোল মডেল হিসেবে অনেকে বিবেচনা করছেন। এ দেশকে দক্ষিণ এশিয়ার প্রাণশক্তি হিসেবে বিবেচনা করছে। বিবেচনা করছে 'এশিয়ান টাইগার' হিসেবে। একসময় দক্ষিণ কোরিয়াকে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে চিহ্নিত করা হতো। এখন সে স্থান করে নিয়েছে বাংলাদেশ। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল তাদের পূর্বাভাসে বলেছে মাথাপিছু মোট দেশজ উৎপাদনে ভারত ও পাকিস্তানকে পেছনে ফেলার পথে রয়েছে বাংলাদেশ। শিশু মৃত্যুর হার, মাতৃমৃত্যুর হার, গড় আয়ুষ্কাল ইত্যাদি মানব উন্নয়ন সূচকের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ আজ প্রতিবেশী দেশগুলোর চেয়ে এগিয়ে আছে। নোবেল বিজয়ী অমর্ত্য সেন স্বয়ং এ কথা বলছেন।

আমাদের পোশাকশিল্প, ওষুধশিল্প, সিমেন্ট শিল্প, মাছ, সবজি, ফুল ইত্যাদি পণ্য সারা দুনিয়ায় এখন রপ্তানি হচ্ছে। আমাদের বিদেশে কর্মরত নাগরিকেরা যে রেমিট্যান্স প্রতি বছর পাঠান, তা দিয়ে আমরা আমাদের বিশাল বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডার গড়ে তুলেছি। বিদেশিরা অর্থসাহায্য না দিলেও আমরা এখন নিজেদের টাকাতেই নিজেদের পদ্মা সেতুসহ অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণে সক্ষম।

বঙ্গবন্ধু তাঁর জীবনের সর্বশেষ বিজয় দিবসের ভাষণে বলেছিলেন: 'একটি কথা আমি প্রায়ই বলে থাকি। আজো বলছি, সোনার বাংলা গড়তে হলে সোনার মানুষ চাই।' স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে দাঁড়িয়ে আমরা তাই কবি অন্নদাশঙ্কর রায় এর কবিতার ভাষায় বলবো : যতদিন রবে পদ্মা মেঘনা/ গৌরী যমুনা বহমান/ ততদিন রবে কীর্তি তোমার/ শেখ মুজিবুর রহমান।/ দিকে দিকে আজ অশ্রুগঙ্গা রক্তগঙ্গা বহমান/ নাই নাই ভয়, হবে হবে জয়/ জয় মুজিবুর রহমান।

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে জাতির জনককে বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করি। তাঁর হাতে গড়া রাষ্ট্রায়ত্ব জনতা ব্যাংক আজো জনগণের দোরগোড়ায় আপামর মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর অদম্য আকাঙ্ক্ষা নিয়ে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। ❑

অভ্র ও বিজয় দিয়ে বাংলা লেখায় এডিট করার জটিলতা

মোঃ মিজানুর রহমান
অফিসার (আইটি)
এরিয়া অফিস বগুড়া
জনতা ব্যাংক লিমিটেড

আমরা যখন কম্পিউটারে বাংলা লিখি তখন সাধারণত বর্তমানে বহুল প্রচলিত দুইটি সফটওয়্যার 'বিজয়' অথবা 'অভ্র' ব্যবহার করি। এই দুইটি সফটওয়্যারের সুবিধা দুই রকম। বিজয় দিয়ে লেখার সময় বিজয় কীবোর্ড লে-আউট অনুযায়ী টাইপ করা যায় এবং বিজয় কীবোর্ড লে-আউট সম্বলিত কীবোর্ড বাজারে কিনতে পাওয়া যায়, অপরদিকে অভ্র দিয়ে ফোনেটিক সিস্টেমে খুব সহজে লেখা যায় কোনো কীবোর্ড লে-আউট ছাড়াই। জটিলতা তৈরি হয় তখন, যখন বিজয় সফটওয়্যারের মাধ্যমে টাইপ করা কোনো ডকুমেন্টে অভ্র সফটওয়্যার দিয়ে লেখা এডিট/ সংশোধন করার প্রয়োজন পড়ে। তখন ফন্ট মিসম্যাচ ও ফন্ট টাইপ মিসম্যাচের কারণে লেখাটা দেখতে অসঙ্গতিপূর্ণ লাগে। পাশের ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে, সবগুলো অক্ষর লেখা আছে বিজয় সফটওয়্যারের মাধ্যমে কিন্তু 'অফিস বগুড়া' অংশটি অভ্র দিয়ে। তাই লেখাটা দেখতে অসঙ্গতিপূর্ণ দেখাচ্ছে।

জনতা ব্যাংক লিমিটেড,
এরিয়া অফিস বগুড়া।
বাংলা লেখনী সফটওয়্যার

আজ আলোচনা করবো এই ধরনের সমস্যার কারণ ও সমাধানের উপায় নিয়ে।

প্রথমেই, আমাদের জানতে হবে এই দুইটি সফটওয়্যার দুই ধরনের কোডিং/ ক্যারেক্টার সেট এনকোডিং (Character Set Encoding) ব্যবহার করে। বিজয় সফটওয়্যার আনসি (ANSI) এনকোডিং এবং অভ্র ইউনিকোড (Unicode) এনকোডিং ব্যবহার করে। এর কারণে এই দুই সফটওয়্যার একই ফন্ট ব্যবহার করতে পারে না। সফটওয়্যারের ফন্টের ধরন ভিন্নতার কারণে ফন্টও ভিন্ন হয়। SutonnyMJ, SutonnyOMJ, SutonnyEMJ, AdarshaLipi Normal এগুলো হলো কিছু ANSI ফন্ট। অপরদিকে SolaimanLipi, Nirnmala UI, Nikosh, NikoshBAN, Vrinda এগুলো হলো Unicode ফন্ট।

সমস্যার কারণ

ছবিতে SutonnyMJ ফন্ট ও বিজয় সফটওয়্যার দিয়ে লেখা ডকুমেন্টে অভ্র দিয়ে যখনি এডিট করা হয়েছে তখনি Default ইউনিকোড ফন্ট হিসেবে Nirmala UI ব্যবহৃত হয়। এই Nirmala UI ফন্টের লেখাটুকু যদি আপনি SutonnyMJ-তে পরিবর্তন করেও দেন, তবুও সেটা SutonnyMJ-তে পরিবর্তিত হবে না। কারণ, দুইটি ফন্টের এনকোডিং ধরন আলাদা। ঠিক একইভাবে অভ্র দিয়ে ইউনিকোড ফন্টে টাইপ করা কোন ডকুমেন্টে বিজয় দিয়ে টাইপ করলে তা একটু অন্যরকম দেখায়।

সমস্যার সমাধান

সমস্যাটি সমাধানের উপায় হলো, ডকুমেন্টে একই ধরনের ফন্ট টাইপ বজায় রাখা। দুইটি সফটওয়্যার ব্যবহার করা হলেও একই ধরনের ফন্ট দুইভাবে ব্যবহার করা যাবে:

১. বিজয় থেকে ইউনিকোড বা ইউনিকোড থেকে বিজয়ে প্রয়োজনীয় লেখা কনভার্ট করে।

২. লেখার সময় ANSI বা Unicode অপশন সিলেক্ট করে লিখে।

আসুন একটু বিস্তারিত দেখি

১. বিজয় থেকে ইউনিকোড বা ইউনিকোড থেকে বিজয়ে লেখা কনভার্ট করার জন্য সফটওয়্যার বা অনলাইন সফটওয়্যার পাওয়া যায়। আমাদের জনতা ব্যাংক লিমিটেডের ওয়েবসাইটে বিজয় থেকে ইউনিকোডে কনভার্ট করার জন্য একটি সফটওয়্যার দেয়া আছে। নিচের লিংক-এ গিয়ে আপনি ইউনিকোড Nikosh ফন্ট ও বিজয় এর SutonnyMJ বা অন্যান্য ANSI ফন্ট থেকে Unicode ফন্টে কনভার্ট করার সফটওয়্যার পাবেন: https://www.jb.com.bd/about_us/download আর, অভ্র সফটওয়্যার ইন্সটল করলেই তার সাথেই থাকে ইউনিকোড থেকে বিজয়/ANSI ফন্টে কনভার্ট করার অপশন। অপশনটি খুঁজে পেতে পাশের ছবিটি লক্ষ্য করুন:

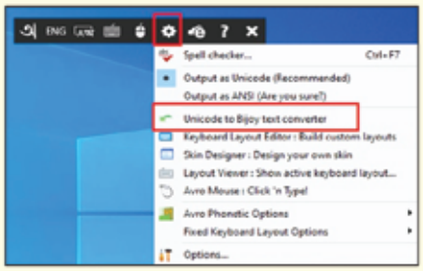

এসব সফটওয়্যারের মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের লেখা একই ধরনে কনভার্ট করে ডকুমেন্টে ব্যবহার করলে কোন সমস্যা হবে না।

২. লেখার/ টাইপ করার সময় ANSI বা Unicode অপশন সিলেক্ট করে লেখা বেশি সহজ এবং বেশি সময়োপযোগী বলে আমি মনে করি। কারণ এতে ঝামেলা অনেক কম।

যেমন ধরুন, আপনি বিজয় দিয়ে টাইপ করা একটি ডকুমেন্ট অভ্র দিয়ে এডিট/ সংশোধন করবেন, তাহলে ডকুমেন্ট ওপেন করে, অভ্রতে বাংলা সিলেক্ট করে, অভ্র সেটিংস অপশন থেকে 'Output as ANSI' সিলেক্ট করে দিলেই হয়ে গেলো। এরপর আপনি অভ্র দিয়ে এডিট/ সংশোধন করলেও আগের মতো কনভার্ট করা, ফন্ট বদলে যাওয়ার মত সমস্যা আর হবে না। অভ্র সেটিংসটি নিচের ছবিতে লক্ষ্য করুন:

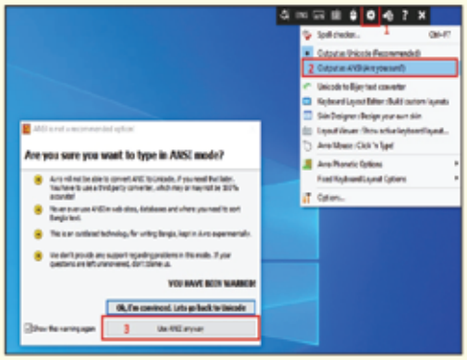

আর যদি, অভ্র/ ইউনিকোডে লেখা কোন ডকুমেন্টে বিজয় সফটওয়্যারের মাধ্যমে এডিট/ সংশোধন করতে চান তাহলে প্রথমে ডকুমেন্টটি ওপেন করে, কী-বোর্ডে Ctrl+Alt+V চাপুন, তারপর ডকুমেন্টে লিখুন, এখন আর সমস্যা হবে না। বিজয় বায়ান্নো, বিজয় একুশেসহ বিজয়ের যে ভার্সনগুলো উইন্ডোজ ৭-এ সাপোর্ট করে সেগুলোতে এই সুবিধা পাওয়া যাবে। Ctrl+Alt+V চাপলে বিজয়ে Unicode অপশনটি চালু হয়। কীবোর্ডে না চাইলে নোটিফিকেশন প্যানেল-এ কিংবা টপ বারেও মাউস দিয়ে ক্লিক করে Unicode অপশনটি চালু করা যায়। নিচের ছবিগুলোতে লক্ষ্য করুন:

নোটিফিকেশন প্যানেল থেকে Unicode সিলেক্ট বিজয় টপবার থেকে Unicode সিলেক্ট

এভাবে বিজয় সফটওয়্যারের মাধ্যমে ইউনিকোড অপশন সিলেক্ট করে অভ্র দিয়ে বা ইউনিকোড ফন্টে বা Nikosh ফন্টে টাইপ করা কোন ডকুমেন্টে আপনি সাবলীলভাবে টাইপ করতে পারবেন।

আশা করি এ বিষয়ে আর কারও কোনো সমস্যায় পড়তে হবে না। ❑

প্রেসক্রিপশন

শিশুদের করোনা বাবা-মা'র করণীয়

দ্বিধা-দ্বন্দ্ব

করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে শিশুরাও নিরাপদ নয় বলে জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। গত বছরের করোনা শিশুদের তেমন আক্রান্ত করতে পারেনি, কিন্তু কোভিডের বর্তমান জোয়ার থেকে নিস্তার পাচ্ছে না শিশুরাও। বর্তমানে শিশুদের মধ্যে দ্রুত ছড়াচ্ছে এই ভাইরাস। স্পেশালিস্টদের মতে, সাধারণত মা-বাবা কিংবা পরিবারের কাছের অন্য কোনো সদস্য করোনা আক্রান্ত হলেই শিশুরা আক্রান্ত হয়।

হার্ভার্ড হেলথের প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কোভিড-১৯ এর প্রভাবে শিশুদের শরীরের প্রকাশ পাওয়া উপসর্গগুলো প্রাপ্তবয়স্কদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। আগেরবার শিশুরা আক্রান্ত হলেও তার বেশিরভাগই ছিল অ্যাসিম্পটোম্যাটিক বা উপসর্গহীন, কিন্তু এবারে তা একেবারে ভিন্ন। এ বছর শিশুদের হালকা উপসর্গ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আর উপসর্গগুলো হালকা থাকে বলে প্রাথমিকভাবে এগুলো শনাক্ত করা কঠিন হয়ে পড়ে। ফলস্বরূপ মা-বাবারা দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে যান তার সন্তানটি করোনা আক্রান্ত কিনা।

উপসর্গ

জ্বর, নাক দিয়ে পানি পড়া, কাশি, গায়ে হালকা ব্যথা, গলা ব্যথা, সামান্যতেই ক্লান্তি বোধ করা, কোনো কোনো ক্ষেত্রে ডায়রিয়া, মুখের স্বাদ কমে যাওয়া, গন্ধ অনুভব না করা, চোখ লাল হয়ে যাওয়া, গ্ল্যান্ড ফুলে যাওয়া এসব। জটিলতা বাড়লে তীব্র কাশি ও শ্বাসকষ্ট দেখা দিতে পারে। আবার ব্যতিক্রমী লক্ষণের মধ্যে পেটব্যথা, বমিভাব, ত্বকের ফুসকুড়ি এবং কিছু ক্ষেত্রে স্নায়ুবিক সমস্যাও দেখা দিতে পারে।

করণীয়

ক. কোনো কিছু খাওয়ার আগে সাবান দিয়ে যথাযথভাবে হাত ধোয়া। **খ.** এক পোশাক একবারের বেশি পরিধান না করা এবং পরিধান করার পর ডেটল-সাবান দিয়ে ধৌত করা। **গ.** জনসমাগম থেকে শিশুদেরকে দূরে রাখা। **ঘ.** ছোটরা মাস্ক পরতে না চাইলে তাদেরকে বুঝিয়ে মাস্ক পরানো। **ঙ.** যেসব মা শিশুকে বুকের দুধ পান করান সেসব মাকে সাবধানতা অবলম্বন করে বুকের দুধ পান করানো। **চ.** গরম লবণ-পানি বা আদা-লেবুর রস দিয়ে পানি পান ছাড়াও শিশুদেরকে প্রতিনিয়ত প্রচুর পরিমাণে পানি পানের অভ্যাস গড়ে তোলা। **ছ.** পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণের পাশাপাশি শিশুদের স্বাস্থ্যকর জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ করা। **জ.** জ্বরের মাত্রা ও রক্তচাপের স্তরটি সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণে রাখা এবং সর্বোপরি জটিল সমস্যা সৃষ্টির আগেই অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নেয়া। ❑ (সংগৃহীত)

আন্তর্জাতিক নারী দিবসের ভাবনা

কবিতা রানী দাস
সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার
রিটেইল কাস্টমার ডিপার্টমেন্ট-৪
জনতা ব্যাংক লিমিটেড

নারীর প্রতি শ্রদ্ধা, তাদের কর্মকাণ্ডের গুণগান এবং তাদের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করে ১৯৮৪ সাল থেকে জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলো বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে প্রতি বছরই ৮ মার্চ তারিখে সরকারিভাবে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন করে। নারী দিবসকে নারীদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক সফলতা অর্জনের উৎসব হিসেবে গণ্য করা হয়। সারা বিশ্বের নারীসমাজ দিনটিকে অতি মর্যাদাপূর্ণ মনে করেন। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। অন্যান্য বছরের ন্যায় এবারও যথাযথ মর্যাদায় দিবসটি পালন করা হয়। এবারের আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল—'উইমেন ইন লিডারশিপ: অ্যাচিভিং অ্যান ইক্যুয়াল ফিউচার ইন এ কোভিড-১৯ ওয়ার্ল্ড,' অর্থাৎ 'করোনাকালে বিশ্বের সব মানুষের সমভবিষ্যৎ নির্মাণে নারী নেতৃত্ব।'

আজকের পৃথিবী করোনায় বিপর্যস্ত। বিশ্বময় প্রতিটি মানুষই জীবন রক্ষার্থে একযোগে লড়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে নারীদের রয়েছে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা। এই দুর্যোগময় মুহূর্তে নারীরা তাদের নিজেদের পরিবারে যেমন অবদান রাখছে, তেমনি হাসপাতাল থেকে শুরু করে সমাজের প্রতিটি স্তরে ব্যাপক অবদান রাখছে। নারী নেতৃত্ব সারা পৃথিবীজুড়ে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে একযোগে কাজ করে যাচ্ছে এবং তার কার্যকর ফলও পাচ্ছে তারা। আজ বাংলাদেশ তো বটেই, সারা বিশ্বে নারীনেতৃত্বের জয়-জয়াকার। এ দেশের প্রধানমন্ত্রী, বিরোধীদলীয় নেত্রী ও জাতীয় সংসদের স্পীকার এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পদসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীরা উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত।

এ বছর নারী দিবসের এক ভাষণে মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেছেন– 'বর্তমান সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের সফল বাস্তবায়নের ফলে নারী উন্নয়ন আজ সুস্পষ্টভাবে দৃশ্যমান। ব্যবসা-বাণিজ্য, রাজনীতি, বিচার বিভাগ, প্রশাসন, কূটনীতি, সশস্ত্রবাহিনী, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, শান্তিরক্ষা মিশনসহ সর্বক্ষেত্রে নারীর সফল অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশ ক্রমান্বয়ে উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাচ্ছে।' মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর বাণীতে বলেছেন– 'এদেশের নারী-পুরুষের যৌথ প্রচেষ্টায় বিনির্মাণ হবে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ। নারী তার মেধা ও শ্রম দিয়ে যুগে যুগে সভ্যতার সকল অগ্রগতি এবং উন্নয়নে সমঅংশীদারিত্ব করছে। আর তাই সারা বিশ্বে বদলে গেছে নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি। এখন নারীর কাজের মূল্যায়ন হচ্ছে, বৃদ্ধি পাচ্ছে স্বীকৃতি।'

এবারের নারী দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয়কে অবলম্বন করে নারীসমাজ আগামী দিনগুলোতে সামনের দিকে এগিয়ে যাবে। নারীকেন্দ্রিক সমস্ত কুসংস্কার ও বাধা দূরীভূত হয়ে নারীদের প্রতি সকলের দৃষ্টিভঙ্গি সার্বিক পরিবর্তনের দিকে ধাবিত হবে আর তাহলেই নারী দিবস উদ্‌যাপন সফল হবে। সময়ের আবর্তে নারীরাও তাদের লক্ষ্যে পৌঁছবে খুব সহজেই। ❑

জনতা ব্যাংকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত

জনতা ব্যাংকের ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড সিইও মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ এফএফ ব্যাংকের নির্বাহী ও কর্মকর্তাদের নিয়ে কেক কেটে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন করেন। এ উপলক্ষ্যে তিনি বলেন, নারীদের জন্য জনতা ব্যাংক বেশ কিছু বিশেষ সার্ভিস চালু করেছে।

প্রান্তিক পর্যায়ের নিম্নআয়ের নারীদের জন্য ইতোমধ্যে 'জনতা ব্যাংক নারী সঞ্চয় প্রকল্প' নামে একটি বিশেষ স্কিম চালু করা হয়েছে। আমাদের ব্যাংকে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহ নারী সপ্তাহ হিসেবে পালিত হচ্ছে। এছাড়া জনতা ব্যাংক নারী কর্মীদের জন্য বর্তমানে আগের চেয়ে উন্নত কর্মপরিবেশ তৈরি করা হয়েছে।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে পদোন্নতি

মোঃ ইসমাইল হোসেন

জনতা ব্যাংক লিমিটেডের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ইসমাইল হোসেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে পদোন্নতি পেয়ে ১ মার্চ ২০২১ তারিখে রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক (রাকাব)-এ যোগদান করেছেন। তিনি ১৯৮৫ সালে জনতা ব্যাংকে সিনিয়র অফিসার হিসেবে যোগদানের মাধ্যমে ব্যাংকিং ক্যারিয়ার শুরু করেন। মোঃ ইসমাইল হোসেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লোক প্রশাসন বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। চাকরির বিভিন্ন পর্যায়ে তিনি ব্যাংকের সংযুক্ত আরব আমিরাত শাখায় চিফ এক্সিকিউটিভ (মহাব্যবস্থাপক), স্থানীয় কার্যালয়সহ বিভিন্ন শাখা ও এরিয়াপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি উপজেলার সোমেশপুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দেশে ও বিদেশে অনুষ্ঠিত ব্যাংকিং সহায়ক বিভিন্ন ট্রেনিং, সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামে অংশগ্রহণ করেছেন।

সাফল্যগাঁথা

এইচএসসি ২০২০-এ গোল্ডেন জিপিএ-৫ পেল যারা

তথ্যাদি		ছবি
নাম	: মাইশা মাহজাবীন	
মাতা	: দেলওয়ারা বেগম জিএম (আইটি) প্রধান কার্যালয়, ঢাকা	
পিতা	: মোঃ মকবুল হোসেন	
কলেজ	: শহীদ বীর উত্তম লেঃ আনোয়ার গার্লর্স কলেজ, ঢাকা।	
নাম	: সেহ্বা জাহিন	
পিতা	: মোঃ রুহুল কবির, ডিজিএম এরিয়া অফিস, ঢাকা-পশ্চিম, ঢাকা	
মাতা	: সামছুন নাহার	
কলেজ	: ন্যাশনাল আইডিয়াল কলেজ, ঢাকা।	
নাম	: সুস্মিতা দাশ সৃষ্টি	
পিতা	: অসীম কুমার দাশ, এজিএম এরিয়া অফিস, খুলনা	
মাতা	: চিত্রলেখা দাশ	
কলেজ	: সরকারি পাইওনিয়ার মহিলা কলেজ খুলনা।	
নাম	: মুবাশ্বিরা ইবনাত জিদনি	
পিতা	: মোঃ মাহবুবুল আলম, এজিএম নিউ মার্কেট কর্পোরেট শাখা, ঢাকা	
মাতা	: ইসমত আরা	
কলেজ	: ন্যাশনাল আইডিয়াল কলেজ, ঢাকা।	

তথ্যাদি		ছবি
নাম	: সামিহা তাসনিয়া সূচি	
পিতা	: মোঃ সফিকুর রহমান, এজিএম এরিয়া অফিস, রাজশাহী	
মাতা	: মোসাঃ মারুফা খাতুন	
কলেজ	: রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী।	
নাম	: তিয়ানা চৌধুরী	
পিতা	: মোঃ সাইফুল আলম চৌধুরী, এজিএম বিভাগীয় কার্যালয়, রংপুর	
মাতা	: মোছাঃ নাজনীন চৌধুরী	
কলেজ	: ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, রংপুর।	
নাম	: সাগরিকা চন্দ।	
পিতা	: অনিমেষ চন্দ, এসপিও মৌলভীবাজার কর্পোরেট শাখা, মৌলভীবাজার।	
মাতা	: পূরবী রাণী শীল।	
কলেজ	: বিএএফ শাহীন কলেজ, শমসেরনগর কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার।	
নাম	: মারজিয়া জান্নাত সিরাজী	
পিতা	: মোঃ সিরাজুল ইসলাম, এসপিও বাড্ডা শাখা, ঢাকা	
মাতা	: শাহনাজ সুলতানা	
স্কুল/কলেজ	: আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, ঢাকা।	

সাফল্যগাঁথা

এইচএসসি ২০২০-এ গোল্ডেন জিপিএ-৫ পেল যারা

তথ্যাদি		ছবি
নাম	: আফনান সাদিয়া	
পিতা	: মোঃ আবদুর রব, এসপিও পোর্ট রোড শাখা, বরিশাল	
মাতা	: রোকেয়া শারমিন	
কলেজ	: ভোলা সরকারি কলেজ, ভোলা।	
নাম	: বিজয় দেব বাবু	
মাতা	: চামেলী রাণী দেব, এসপিও রাজনগর শাখা, মৌলভীবাজার	
পিতা	: শ্রীবাস ধর	
কলেজ	: ঢাকা সিটি কলেজ, ঢাকা।	
নাম	: মাহিয়া আফরিন	
মাতা	: মালিহা পারভীন, পিও শ্যামলী কর্পোরেট শাখা, ঢাকা	
পিতা	: মোঃ শহীদুল ইসলাম খান	
কলেজ	: হলিক্রস কলেজ, ঢাকা।	
নাম	: শাহরিয়ারুল ইসলাম	
পিতা	: মোঃ সিরাজুল হক, পিও বিভাগীয় কার্যালয়, ঢাকা-উত্তর, ঢাকা	
মাতা	: নুর নাহার বেগম	
কলেজ	: মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা।	
নাম	: মাহিদ আফ্রি	
পিতা	: মাহমুদ হোসেন, পিও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস কর্পোরেট শাখা, ঢাকা	
মাতা	: শামসুন্নাহার	
কলেজ	: ঢাকা কলেজ, ঢাকা।	
নাম	: মোঃ তানভির শাহরিয়ার	
পিতা	: মোঃ আব্দুস শুকুর, এসও হেতেমখান শাখা, রাজশাহী	
মাতা	: তানজিলা আক্তার	
কলেজ	: নিউ গভঃ ডিগ্রি কলেজ, রাজশাহী।	
নাম	: শবনম মুশতারী	
পিতা	: এ.টি.এম মোজাহারুল ইসলাম, এসও এরিয়া অফিস, রংপুর	
মাতা	: সাবিনা ইয়াসমিন	
কলেজ	: পুলিশ লাইন্স স্কুল এন্ড কলেজ, রংপুর।	

তথ্যাদি		ছবি
নাম	: সামিহা তাসনিম দিবা	
মাতা	: নাজমা আক্তার, এসও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস কর্পোরেট শাখা, ঢাকা	
পিতা	: শাহীন শেরনিয়াবাত	
কলেজ	: ভিকারুননিসা নুন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা।	
নাম	: সমিত চক্রবর্তী	
পিতা	: দেবশংকর চক্রবর্তী, এসও আরামবাগ কর্পোরেট শাখা, ঢাকা	
মাতা	: সান্ত্বনা চক্রবর্তী	
কলেজ	: ঢাকা কলেজ, ঢাকা।	
নাম	: আতিক জাওয়াদ	
পিতা	: মোঃ সোলায়মান, এসও এমকে রোড কর্পোরেট শাখা, যশোর	
মাতা	: জেসমিন নাহার	
কলেজ	: সরকারি এম এম কলেজ, যশোর।	
নাম	: মৌমিতা ইসলাম মৌ	
পিতা	: মোঃ কালাম, এসও এরিয়া অফিস, দিনাজপুর	
মাতা	: মোছাঃ মরিয়ম নেছা	
কলেজ	: দিনাজপুর সরকারি মহিলা কলেজ, দিনাজপুর।	
নাম	: তাহিয়া তাবাসসুম	
পিতা	: মোঃ আব্দুল হামিদ খান, এসও সিলেট কর্পোরেট শাখা, সিলেট	
মাতা	: শারমিন বেগম	
কলেজ	: এমসি কলেজ, সিলেট।	
নাম	: জান্নাতুল ফেরদৌস	
পিতা	: মোঃ আবু বকর ছিদ্দিক, এসও কুঞ্জেরহাট বাজার শাখা, ভোলা	
মাতা	: তাসলিমা আক্তার	
কলেজ	: করিমুন্নেছা-হাফিজ মহিলা কলেজ ভোলা।	
নাম	: মোঃ আরিফুল ইসলাম	
পিতা	: মোঃ আবুল হোসেন কেয়ারটেকার (গার্ড), আইসিটি ডিপার্টমেন্ট-সিস্টেম, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা	
মাতা	: ফাতেমা বেগম	
কলেজ	: সরকারি বিজ্ঞান কলেজ, ঢাকা।	

নাম পরিবর্তনসহ শাখা স্থানান্তর

জানুয়ারি-মার্চ ২০২১, বিডিএমডি থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে

পুরাতন ঠিকানা ও শাখার নাম	নতুন ঠিকানা ও শাখার নাম
হেলাতলা রোড শাখা, খুলনা ভবনের নাম: তিব্বত মার্কেট হোল্ডিং নম্বর: ২৪ (পুরাতন-১৭) সড়কের নাম: হেলাতলা রোড ওয়ার্ড নম্বর: ২১, সিটি কর্পোরেশন: খুলনা ডাকঘর: খুলনা, থানা: খুলনা সদর, জেলা: খুলনা ভবন মালিক: মোঃ আজিজুর রহমান (আজিজ), মোঃ ফরিদুল ইসলাম	কাস্টমঘাট শাখা, খুলনা ভবনের নাম: ড্রিম হোম হোল্ডিং নম্বর: ১৫/১ সড়কের নাম: লোয়ার যশোর রোড, খুলনা ওয়ার্ড নম্বর-২২, সিটি কর্পোরেশন: খুলনা ডাকঘর: খুলনা, থানা: খুলনা সদর, জেলা: খুলনা ভবন মালিক: মোহাম্মদ মাসুদ হাওলাদার ও মীর মোঃ আসাদুল্লা স্থানান্তরের তারিখ: ২৪ জানুয়ারি ২০২১

হারিয়েছি যাদের

জানুয়ারি-মার্চ ২০২১ : পিএমআইএস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে

নাম ও পদবি : মোহাম্মদ কামরুল বাহার, সিনিয়র অফিসার
যোগদান তারিখ : ১০.০৯.২০২০
মৃত্যু তারিখ : ২১.০১.২০২১
শেষ কর্মস্থল : চর আলেকজান্ডার শাখা, লক্ষ্মীপুর

নাম ও পদবি : মোঃ নেজামল হক, সিনিয়র অফিসার
যোগদান তারিখ : ০১.১২.১৯৮৬
মৃত্যু তারিখ : ২৭.০১.২০২১
শেষ কর্মস্থল : আলীনগর শাখা, ভোলা

নাম ও পদবি : রাম পদ পাল, এজিএম
যোগদান তারিখ : ০৯.০৫.১৯৮৮
মৃত্যু তারিখ : ০২.০২.২০২১
শেষ কর্মস্থল : এরিয়া অফিস, ফরিদপুর

নাম ও পদবি : মোঃ শামসু, সাপোর্ট স্টাফ ক্যাটাগরি-২ (সুপার নিউমারী ব্যাংকগার্ড)
যোগদান তারিখ : ০৪.০৫.২০১১
মৃত্যু তারিখ : ০৫.০২.২০২১
শেষ কর্মস্থল : লোকাল অফিস, ঢাকা

নাম ও পদবি : মহাঃ নাজির হোসেন, ডিজিএম
যোগদান তারিখ : ২২.০২.১৯৮৮
মৃত্যু তারিখ : ০৮.০২.২০২১
শেষ কর্মস্থল : জনতা ব্যাংক স্টাফ কলেজ, ঢাকা

নাম ও পদবি : মোঃ আব্দুল করিম, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার
যোগদান তারিখ : ১৮.০৬.১৯৮৪
মৃত্যু তারিখ : ১৫.০২.২০২১
শেষ কর্মস্থল : প্রকিউরমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

নাম ও পদবি : আসমা বেগম, সিনিয়র অফিসার
যোগদান তারিখ : ২৮.১২.১৯৮৩
মৃত্যু তারিখ : ১৮.০২.২০২১
শেষ কর্মস্থল : রিকনসিলিয়েশন ডিপার্টমেন্ট, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

নাম ও পদবি : সৈয়দ আহমেদ, কেয়ারটেকার (গার্ড)
যোগদান তারিখ : ০১.১২.১৯৮৬
মৃত্যু তারিখ : ২০.০২.২০২১
শেষ কর্মস্থল : আরামবাগ কর্পোরেট শাখা, ঢাকা

নাম ও পদবি : গনেশ চন্দ্র সরকার, সিনিয়র অফিসার
যোগদান তারিখ : ২৪.০২.১৯৮৫
মৃত্যু তারিখ : ০৯.০৩.২০২১
শেষ কর্মস্থল : এরিয়া অফিস, গাইবান্ধা

নাম ও পদবি : মোঃ রফিকুল ইসলাম মোল্লা, কেয়ারটেকার (গার্ড)
যোগদান তারিখ : ০১.১২.১৯৮৬
মৃত্যু তারিখ : ১৫.০৩.২০২১
শেষ কর্মস্থল : আই.সি.এম.এইচ শাখা, ঢাকা

নাম ও পদবি : মোঃ জানু মিয়া, কেয়ারটেকার (গার্ড)
যোগদান তারিখ : ০১.০৯.১৯৮৯
মৃত্যু তারিখ : ২৭.০৩.২০২১
শেষ কর্মস্থল : এরিয়া অফিস, ঢাকা পূর্ব, ঢাকা

নাম ও পদবি : মোঃ সিরাজুল ইসলাম, সিনিয়র অফিসার
যোগদান তারিখ : ০১.১২.১৯৮৬
মৃত্যু তারিখ : ৩১.০৩.২০২১
শেষ কর্মস্থল : এরিয়া অফিস, রংপুর

শাখা স্থানান্তর

জানুয়ারি-মার্চ ২০২১
বিডিএমডি থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে

পুরাতন ঠিকানা	নতুন ঠিকানা
১. মহাখালী কর্পোরেট শাখা, ঢাকা হোল্ডিং নম্বর-১৯ সড়ক: বীরউত্তম এ কে খন্দকার রোড ওয়ার্ড নম্বর-২০, সিটি কর্পোরেশন: ঢাকা উত্তর ডাকঘর ও থানা: গুলশান, জেলা-ঢাকা ভবন মালিক: এস কে আলমগীর	১.মহাখালী কর্পোরেট শাখা, ঢাকা হোল্ডিং নম্বর: ৮৩-৮৮ মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২ সড়ক: বীরউত্তম এ কে খন্দকার রোড ওয়ার্ড নম্বর: ২০, সিটি কর্পোরেশন: ঢাকা উত্তর ডাকঘর ও থানা: গুলশান, জেলা-ঢাকা ভবন মালিক: বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন স্থানান্তরের তারিখ: ০১ জানুয়ারি ২০২১
২. ছাতিয়াইন বাজার শাখা, হবিগঞ্জ গ্রাম/এলাকা: ছাতিয়াইন, ইউনিয়ন: ছাতিয়াইন ডাকঘর: ছাতিয়াইন বাজার থানা: মাধবপুর, জেলা: হবিগঞ্জ ভবন মালিক: মোঃ শহীদ মিয়া	২. ছাতিয়াইন বাজার শাখা, হবিগঞ্জ ভবনের নাম-সৈয়দ মোর্শেদ কামাল মার্কেট গ্রাম/এলাকা: ছাতিয়াইন, ইউনিয়ন: ছাতিয়াইন ডাকঘর: ছাতিয়াইন বাজার থানা: মাধবপুর, জেলা: হবিগঞ্জ ভবন মালিক: সৈয়দ মোর্শেদ কামাল স্থানান্তরের তারিখ: ১০ জানুয়ারি ২০২১
৩. কুমিল্লা ইপিজেড শাখা, কুমিল্লা ভবনের নাম: জোন সার্ভিসেস কমপ্লেক্স হোল্ডিং নম্বর: বেপজা অফিস সড়ক: কুমিল্লা ইপিজেড রোড, ওয়ার্ড নম্বর: ২০ সিটি কর্পোরেশন: কুমিল্লা, ডাকঘর: রাজাপাড়া থানা: সদর দক্ষিণ, জেলা: কুমিল্লা ভবন মালিক: বাংলাদেশ রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ অথরিটি	৩. কুমিল্লা ইপিজেড শাখা, কুমিল্লা ভবনের নাম: মুন্সুরী মল হোল্ডিং নম্বর: ৫৪২, সড়ক: কুমিল্লা ইপিজেড রোড ওয়ার্ড নম্বর: ১৩, সিটি কর্পোরেশন: কুমিল্লা ডাকঘর ও থানা: আদর্শ সদর, জেলা: কুমিল্লা ভবন মালিক: প্রফেসর ডঃ ছিদ্দিকুর রহমান স্থানান্তরের তারিখ: ১৭ জানুয়ারি ২০২১
৪. ডামুড্যা শাখা, শরীয়তপুর সড়ক: কাপড়পট্টি, ওয়ার্ড নম্বর: ৮ ডাকঘর: ডামুড্যা, পৌরসভা: ডামুড্যা পৌরসভা থানা: ডামুড্যা, জেলা: শরীয়তপুর ভবন মালিক: আসাদুজ্জামান ও অহেদুজ্জামান	৪. ডামুড্যা শাখা, শরীয়তপুর ভবনের নাম: এস এ প্লাজা সড়ক: হাই স্কুল রোড, ওয়ার্ড নম্বর: ৮ ডাকঘর: ডামুড্যা, পৌরসভা: ডামুড্যা পৌরসভা থানা: ডামুড্যা, জেলা: শরীয়তপুর ভবন মালিক: আলী আকবর শিকদার স্থানান্তরের তারিখ: ২৯ জানুয়ারি ২০২১
৫. খিলগাঁও রোড শাখা, ঢাকা হোল্ডিং নম্বর: ৬২/বি, মালিবাগ চৌধুরীপাড়া সড়ক: মালিবাগ চৌধুরীপাড়া সড়ক ওয়ার্ড: ২৩, সিটি কর্পোরেশন: ঢাকা উত্তর ডাকঘর: খিলগাঁও, থানা: রামপুরা, জেলা: ঢাকা ভবন মালিক: মোঃ মজিবুর রহমান গং	৫. খিলগাঁও রোড শাখা, ঢাকা ভবনের নাম: কপোতাক্ষ জে এফ টাওয়ার হোল্ডিং নম্বর: সি/৫৫১, খিলগাঁও সড়ক: শহীদ সৈয়দ বাকী সড়ক ওয়ার্ড: ১, সিটি কর্পোরেশন: ঢাকা দক্ষিণ ডাকঘর ও থানা: খিলগাঁও, জেলা: ঢাকা ভবন মালিক: মোঃ কামরুল আহসান স্থানান্তরের তারিখ: ৩১ জানুয়ারি ২০২১
৬. সান্তাহার শাখা, বগুড়া ভবনের নাম: সোনার বাংলা মার্কেট হোল্ডিং নম্বর: ২০০ সড়ক: মেইন রোড, সান্তাহার ওয়ার্ড নম্বর: ০৬, পৌরসভা: সান্তাহার ডাকঘর: সান্তাহার থানা: আদমদিঘী, জেলা: বগুড়া ভবন মালিক: মোঃ গোলাম সারোয়ার ও মোঃ গোলাম কিবরিয়া	৬. সান্তাহার শাখা, বগুড়া ভবনের নাম: রুমানা কমপ্লেক্স হোল্ডিং নম্বর: ২১৪০ সড়ক: দৈনিক বাজার রোড, সান্তাহার ওয়ার্ড নম্বর: ৬, পৌরসভা: সান্তাহার ডাকঘর: সান্তাহার থানা: আদমদিঘী, জেলা: বগুড়া ভবন মালিক: আলহাজ্ব আজাদুল ইসলাম স্থানান্তরের তারিখ: ৩১ জানুয়ারি ২০২১
৭. রামচন্দ্রপুর শাখা, কুমিল্লা গ্রাম/এলাকা: রামচন্দ্রপুর বাজার ইউনিয়ন: ১২ নং-উত্তর রামচন্দ্রপুর থানা: বাঙ্গরা, জেলা: কুমিল্লা ভবন মালিক: আঃ মতিন গং	৭. রামচন্দ্রপুর শাখা, কুমিল্লা ভবনের নাম: কালিমন্দির মার্কেট গ্রাম/এলাকা: রামচন্দ্রপুর বাজার ইউনিয়ন: ১২ নং-উত্তর রামচন্দ্রপুর থানা: বাঙ্গরা, জেলা: কুমিল্লা ভবন মালিক: কালিমন্দির মার্কেট ও মন্দির পরিচালনা কমিটি স্থানান্তরের তারিখ: ৩১ জানুয়ারি ২০২১
৮. বাঁশতলা বাজার শাখা, সাতক্ষীরা গ্রাম/এলাকা: ফতেহপুর ইউনিয়ন: দক্ষিণশ্রীপুর ডাকঘর: ফতেহপুর থানা: কালিগঞ্জ, জেলা: সাতক্ষীরা ভবন মালিক: মোঃ হাফিজুর রহমান	৮. বাঁশতলা বাজার শাখা, সাতক্ষীরা গ্রাম/এলাকা: ফতেহপুর ইউনিয়ন: দক্ষিণশ্রীপুর, ডাকঘর: ফতেহপুর থানা: কালিগঞ্জ, জেলা: সাতক্ষীরা ভবন মালিক: মোঃ কামাল হোসেন ও মোঃ ওহেদুজ্জামান স্থানান্তরের তারিখ: ০৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১
৯. গান্নাবাজার শাখা, ঝিনাইদহ গ্রাম/এলাকা: গান্নাবাজার ইউনিয়ন: ৬ নং গান্না ডাকঘর: গান্নাবাজার থানা: ঝিনাইদহ সদর, জেলা: ঝিনাইদহ ভবন মালিক: মোঃ মিজানুর রহমান	৯. গান্নাবাজার শাখা, ঝিনাইদহ গ্রাম/এলাকা: গান্নাবাজার ইউনিয়ন: ৬ নং গান্না ডাকঘর: গান্নাবাজার থানা: ঝিনাইদহ সদর, জেলা: ঝিনাইদহ ভবন মালিক: মোঃ আসাদুজ্জামান বিশ্বাস স্থানান্তরের তারিখ: ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২১

জনতা ব্যাংকের সেরা রপ্তানিকারকের স্বীকৃতি পেল বেক্সিমকো লিমিটেড

জনতা ব্যাংক লিমিটেডের এমডি অ্যান্ড সিইও বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ বেক্সিমকো গ্রুপের পরিচালক এবং সিইও সৈয়দ নাভেদ হোসেনের হাতে রপ্তানি ক্রেস্ট ও সম্মাননা স্মারক তুলে দেন

রাষ্ট্রমালিকানাধীন জনতা ব্যাংক লিমিটেডের সেরা রপ্তানিকারকের স্বীকৃতি অর্জন করেছে বেক্সিমকো লিমিটেড। ১৪ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে জনতা ব্যাংক লিমিটেডের প্রধান কার্যালয়ে ব্যাংকের ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড সিইও মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ এফএফ বেক্সিমকো গ্রুপের পরিচালক এবং সিইও সৈয়দ নাভেদ হোসেনের হাতে রপ্তানি ক্রেস্ট ও সম্মাননা স্মারক তুলে দেন। ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জনতা ব্যাংক লোকাল অফিসের অন্যতম গ্রাহক বেক্সিমকো লিমিটেডকে ২০২০ সালে ব্যাংকটির সর্বোচ্চ রপ্তানিকারক ও সর্বাধিক মুনাফা প্রদানকারী গ্রাহক হিসেবে এ সম্মাননা দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে বেক্সিমকো গ্রুপের ফিন্যান্স ডিরেক্টর ওসমান কায়সার চৌধুরী, চিফ অপারেশন অফিসার অনিল কুমার মহেশ্বরি, এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর মোস্তফা জামানুল বাহার, এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর এম এস খান শাকিল এবং হেড অব ব্যাংকিং মোঃ মাসুম মিয়া এবং জনতা ব্যাংক লিমিটেড এর ডিএমডি মোঃ ইসমাইল হোসেন, মোঃ জিকরুল হক, মোঃ জসিম উদ্দিন, মোঃ আব্দুল জব্বার ও মোঃ আমিরুল হাসান, রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ডিভিশনের জিএম মোঃ আসাদুজ্জামান ও লোকাল অফিসের জিএম শহিদুল হকসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন নির্বাহীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

জনতা ব্যাংকের ইতিবৃত্ত : গৌরবময় অগ্রগতি

১ লাখ কোটি টাকা সম্পদের ব্যাংক হিসেবে গৌরব ও মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হলো জনতা ব্যাংক লিমিটেড। এর পূর্বে দেশের রাষ্ট্রমালিকানাধীন ব্যাংকের মধ্যে সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এবং বেসরকারি খাতের ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এই তালিকায় যুক্ত ছিল। ২০২০ সাল শেষে জনতা ব্যাংকের মোট সম্পদের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ৪ হাজার ৩৩১ কোটি টাকা।

১৯৭২ সালের ব্যাংক জাতীয়করণ অধ্যাদেশ (রাষ্ট্রপতির আদেশ-২৬) অনুযায়ী তৎকালীন ইউনাইটেড ব্যাংক লিমিটেড ও ইউনিয়ন ব্যাংক লিমিটেডকে একত্রিত করে গঠিত হয় জনতা ব্যাংক। প্রতিষ্ঠার ৪৯ বছরে এসে ব্যাংকটির আমানতের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৮২ হাজার ৪০০ কোটি টাকা। জনতা ব্যাংক ২০২০ সালে ৬০ হাজার ৫৩৫ কোটি টাকার ঋণ বিতরণ করেছে। ফলে ব্যাংকটির এডি রেশিও দাঁড়িয়েছে ৭৩ দশমিক ৪৬ শতাংশ। এছাড়া ২৭ হাজার ৪৩৩ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে জনতা ব্যাংক। ব্যাংকের দূরদর্শী পরিচালনা পর্ষদ, সুযোগ্য এমডি অ্যান্ড সিইও, সকল নির্বাহী ও কর্মকর্তা-কর্মচারিগণের কঠোর প্রচেষ্টায় অনেক বাধা বিপত্তি পেছনে ফেলে ক্রমান্বয়ে সামনে এগিয়েছে আজকের এই জনতা ব্যাংক।

১ লাখ কোটি টাকা সম্পদের ব্যাংকে উন্নীত হওয়াকে গৌরব ও মর্যাদার বলে মনে করছেন জনতা ব্যাংক লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড সিইও বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ। তিনি বলেন, বিদায়ী বছরে জনতা ব্যাংকের মোট সম্পদ ১৬ দশমিক ৩০ শতাংশ বেড়েছে। পাশাপাশি কোভিড-১৯ মহামারির মধ্যেও আমাদের ব্যাংকের প্রায় সবকটি সূচকেই উন্নতি হয়েছে।

২০২০ সালের ৩১ ডিসেম্বর জনতা ব্যাংকের মূলধন সংরক্ষণের প্রয়োজন ছিল ৫ হাজার ৯৮৮ কোটি টাকা। এর চাইতে বেশি অর্থ মূলধন হিসেবে সংরক্ষণ করা হয়েছে যার পরিমাণ ৬ হাজার ১৭ কোটি টাকা। বিদায়ী বছরে ঋণখেলাপিদের কাছ থেকে ১৭৮ কোটি টাকা নগদ আদায় করেছে জনতা ব্যাংক। একই সময়ে অবলোপনকৃত ঋণ থেকেও ৪৮ কোটি টাকা আদায় হয়েছে।

কোভিড-১৯ সৃষ্ট বৈশ্বিক দুর্যোগের ফলে ২০২০ সালে সারাবিশ্বের অর্থনীতির পাশাপাশি দেশের আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যে বড় ধরনের বিপর্যয় হয়েছে। কিন্তু এ সময়ে বৈদেশিক বাণিজ্যে বেশ সাফল্য এসেছে জনতা ব্যাংকের। ২০২০ সালে জনতা ব্যাংকের মাধ্যমে আমদানি হয়েছে ১৮ হাজার ৬২৯ কোটি টাকা। একই সময়ে ব্যাংকটির মাধ্যমে ৯ হাজার ৩০০ কোটি টাকার রপ্তানি হয়েছে। বিদায়ী বছরে জনতা ব্যাংকের মাধ্যমে প্রবাসীরা ৭ হাজার ৮১৪ কোটি টাকার রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন।

জনতা ব্যাংকের এ অর্জন শুধু ২০২০ সালেই নয়, বরং গত তিন বছরে আর্থিক বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও জনতা ব্যাংক ইতিবাচক ধারায় রয়েছে। ২০১৭, ২০১৮ ও ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে ব্যাংকের আমানত ছিল যথাক্রমে ৬৫, ৬৭ ও ৬৯ হাজার কোটি টাকা। ২০২০ সাল শেষে এ আমানত বৃদ্ধি পেয়ে ৮২ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়েছে। এ সময়ে ব্যাংকের আমানত প্রবৃদ্ধি হয়েছে প্রায় ২৬ শতাংশ। এটি জনতা ব্যাংকের প্রতি জনগণের আস্থা-বিশ্বাসেরই বহিঃপ্রকাশ। কর্তৃপক্ষ আশা করে আগামীতে এ অগ্রগতির ধারা বজায় রেখে জনতা ব্যাংক লিমিটেড জনগণকে আর্থিক সেবা প্রদানসহ যাবতীয় সরকারি নির্দেশনা পরিপালন করে দেশ ও জনগণের সেবায় নিয়োজিত থাকবে।

উষাতন চাকমা, এসও, আরপিএসডি

রিসার্চ, প্ল্যানিং অ্যান্ড স্ট্যাটিসটিকস ডিপার্টমেন্ট, জনতা ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ৪৮ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা ১০০০, ফোন: ৮৮-০২-৪৭১২০১৭৯ ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৯৫৫৮৬১৪, ইমেইল: rps@janatabank-bd.com, ওয়েবসাইট: www.janatabank-bd.com, jb.com.bd কর্তৃক প্রকাশিত এবং বিসমিল্লাহ প্রিন্টার্স, ১৮৮ ফকিরাপুল, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০ হতে মুদ্রিত।
আলোকচিত্রী মোঃ আব্দুল ফাত্তাহ